R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে পৌষ বুধবার, ১৪১৭।
৫ই জানুয়ারী ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

চলমান দুর্নীতিতে এবার ধুলিয়ান পুরসভায় চেয়ারম্যানের ছেলেসহ কয়েকজনের চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১০০ বছরের পুরোনো ধুলিয়ান পৌরসভায় কোন দলই ধুলিয়ানের উন্নয়নের পথে যায়নি। তাই আজো ধুলিয়ান নামেই পৌর শহর। নেই পর্যাপ্ত আলো, নিকাশী বা পানীয় জলের ব্যবস্থা। অথচ উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় প্রতি বছর। এবারে পৌর নির্বাচনে ক্ষমতা পায় বামফ্রন্ট। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেয় পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ পৌর বোর্ড গঠন করে সাধারণ মানুষের জন্য সুস্থ পরিষেবা দেবার। মানুষ বিশ্বাস করে পুনরায় বামফ্রন্টকে বোর্ড গঠনের সুযোগ দেয়। চেয়ারম্যান হন সুন্দর কুমার ঘোষ। পেশায় শিক্ষক। সুন্দর বাবুর ভাবমূর্তিতে কোন কলঙ্ক নেই। কিন্তু পৌর বোর্ড গঠনের পর পরই আরম্ভ হয় দুর্নীতি। প্রথমেই সুন্দর ঘোষ নিয়োগ করেন তাঁর ছেলে এবং কয়েকজনকে। জানা যায়, এই নিয়োগে কয়েক লক্ষ টাকা লেনদেনও হয়েছে। বোর্ড অফ কাউন্সিলারের মিটিং ছাড়া এই নিয়োগ বলে খবর। পৌর বোর্ড গঠনের পর ডি.এম. এবং এস.ডি.ও-র হস্তক্ষেপে একটি মাত্র মিটিং হয়। অন্যদিকে জানা যায়, সুন্দর ঘোষের প্রতি বামফ্রন্টের কয়েকজন কাউন্সিলার ক্ষুব্ধ। ২নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার মেহেবুব আলমের সাথে তাঁর নাকি হাতাহাতিও হয়। প্রতিবাদে কংগ্রেস পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং চলে পথ অবরোধ। তবে চেয়ারম্যান এতে একটুও বিচলিত নয়। (শেষের পাতায়)

হাসপাতাল চত্বরের প্যাথলজি সংস্থার লোকেরা সিরিঞ্জ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা সাইনবোর্ড সর্বস্ব প্যাথলজি সংস্থাগুলোর লোকজন এখন শিকার ধরার খোঁজে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিয়মিত। তারা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ভারপ্রাপ্ত সিস্টারদের সহায়তায় রোগীর শরীর থেকে রক্ত বা কফ মলমূত্র সংগ্রহ করছে। ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়াও বার্তি পরীক্ষা দেখিয়ে রোগীর আত্মীয়দের কাছ থেকে জোর জুলুম টাকা আদায় করছে প্রতিদিন। জঙ্গিপুর পুরসভার কাউন্সিলার বিকাশ নন্দ অভিযোগ করেন – বালিঘাটার সিরাজুল ইসলামের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় গত ২৫ ডিসেম্বর তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাঃ হামিদ আলির তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার রোগীর হেমোগ্লোবিন, ক্রিয়েটিন, ইউরিয়া পরীক্ষার নির্দেশ দেন। ফ্রি বেডে হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে এইসব পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাইরে থেকে বিভিন্ন প্যাথলজি সংস্থার লোকজন একরকম জোর করে ভারপ্রাপ্ত সিস্টারদের সহায়তায় রক্ত বা অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে নেয়। ডাক্তারের নির্দেশের বাইরেও বিভিন্ন পরীক্ষা দেখিয়ে বাড়তি রোজগার করে। বিকাশ জানান, এই ক্ষেত্রে বিলোরুবিন পরীক্ষা দেখিয়ে বাড়তি ২২০ টাকা আদায়ের চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। 'ভেনাস' প্যাথলজির প্যাডে এই রিপোর্ট দেয়। সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে এই ধরনের জুলুম চললেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নীরব।

শীতলতম দিন প্রতিদিন

বিশেষ প্রতিবেদক : অস্কার ওয়াইল্ড শুনিয়েছেন এক গল্পে প্রচণ্ড শীত নেমে আসার কথা। সে শীত নেমে এসেছিল দৈত্যের বাগানে। বরফ ঢেকে দিয়েছিল তার সাদা চাদর দিয়ে মাঠের সমস্ত ঘাসকে। কুয়াশা সব গাছপালাকে রূপালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। (শেষ পাতায়)

পুর ঘাটের ফেরী আদায় হচ্ছে মুখ দেখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত সদরঘাট ফেরী ঘাটে পারাপারের ফেরীর পয়সা আদায় হচ্ছে মুখ দেখে। উভয় শহরের পরিচিত লোকের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে ৫০ পয়সা। অপরিচিতদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ১.০০ টাকা। ফেরী মাঝিরাও এই সুযোগে পারপারে ৫০ পয়সার ক্ষেত্রে ১.০০ টাকা নিতে শুরু করেছে। নীতিবহির্ভূত এই আদায়ে পুরবোর্ড কি বলছে ?

সাহিত্যিকের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুরের আদি বাসিন্দা বীণা ঘোষাল (৮০) গত ৩০ ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মির্জাপুরে মহিলা সমিতি গঠিত হয়। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ঐ সংস্থার সাথে বীণাদেবী জড়িত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনপ্রিয় সাহিত্যিক বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা অনুপ ঘোষাল মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে উপস্থিত হন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে পৌষ বুধবার, ১৪১৭

।। স্বাগত নববর্ষ ।।

একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রির শেষ ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গির্জায় গির্জায় ঘন্টাবাদ্য নিনাদিত হইয়া নববর্ষের আগমনকে স্বাগত জানান হইল। ইংরাজী নববর্ষ যদিও এই দেশে বিদেশী, তথাপি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের দীর্ঘদিনের। দেশীয় নূতন বর্ষের তুলনায় বরং ইংরাজী নববর্ষের সহিত আমাদের জীবনযাত্রা অধিকতর জড়িত। শিক্ষা, আর্থিক, বাণিজ্যিক, এমন কি সমাজের অভিজাত স্তরের সাংস্কৃতিক সংযোগও দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় নববর্ষের সহিত আমাদের বেশী। সেই কারণেই ইংরাজী নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষাগমনকে আহ্বান করিতে যাইয়া আমরা বিগত বর্ষ আমাদিগকে যেমন দিয়াছে ভাল অনেক কিছুই, তেমনই দুঃখ দুর্দশার আঘাতও হানিয়াছে। বিগত বৎসরের স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে রহিয়াছে – আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নিয়ে বিজেপির অপপ্রচারের তীব্র সমালোচনায় প্রণব মুখার্জী। চরের ফসল নিয়ে এলাকায় বোমাবাজি – অগ্নি সংযোগ। জঙ্গিপুর আই.সি.ডি.এস. দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। জঙ্গিপুরে প্রণববাবুর উন্নয়নে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো নিয়োগ পদ্ধতি – বিক্ষোভে ছাত্রপরিষদ। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নির্মাণে টালবাহানার প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক। উমরপুরের ঘোড়শালায় আজও গ্রামীণ পোষ্ট অফিস। লোক অভাবে তাই পরিষেবা হারিয়েছে। আই.সি.ডি.এস. কর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় বাড়াবাড়ির জন্য মহকুমা শাসককে বদলির চেষ্টা। পুর ভোটকে সামনে রেখেও কংগ্রেসীদের মধ্যে তৎপরতার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে নিজেদের মন কষাকষিতে। কংগ্রেসীদের নিরাপত্তার দাবীতে অধীরের ডেপুটেশন। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে গেলেও সাগরদীঘি এলাকার বিদ্যুৎ কর্মীদের মদতে মিনি ডিপ বাড়ছেই। জাল শংসাপত্র প্রমাণিত, দশ বছরের চাকরী বাতিল। হেড পোষ্ট অফিসে কর্মী স্বল্পতার সুযোগে ব্যাপক দুর্নীতি চলছেই, কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। অপারেশন টেবিলে গর্ভবতীর গালে চড় মারলেন ডাক্তার। এ.টি.এম. উদ্বোধন অনুষ্ঠানে টিফিন প্যাকেট নিয়ে স্কুলে হুজ্জৎ ও ভাঙচুর। তৃণমূল যুবনেতা খুন।

ভাগীরথী ব্রীজের নিচের অংশ দখল করে থানার মদতে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটমার চলছে। অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ডেপুটেশনে অধীরই নেই। ২০ মিটার উঁচু থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু। গিরিয়া-সেকেন্দরা উপদ্রুত এলাকা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক আই ওয়াশ ছাড়া কিছু না – অভিযোগ। মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়ের নামে জমি হস্তান্তরে তড়িঘড়ি। সেকেন্দ্রা-গিরিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই প্রধান উদ্দেশ্য – চরের ফসল সেখানে গৌণ-মৃগাঙ্ক। ব্যাপক বোমাবাজিতে স্কুল নির্বাচনের গণনা পরদিন – জয়ী কংগ্রেস। দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যুকে ঘিরে পুলিশের জিপ ভাঙচুর – লরিতে আগুন। নকল সাপ্লাই দিলেন এম.সির মেম্বাররা – অভিযোগ। বিয়ে বাড়ীর গ্যাস সিলিণ্ডার বার্ষ্ট করে একজনের মৃত্যু। পার্শ্ব-শিক্ষকদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন ফরাক্কা চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক। অতীশ স্মরণে মৌন মিছিল। পোস্ত চাষে মদতদাতা সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী এখনগ্রাম ছাড়া। ধুলিয়ান রেল ষ্টেশন চত্বরে গচ্ছিত এনটিপিসির ছাই পরিবেশ দূষণ করছে – কোন প্রতিকার নেই। ম্যাকেঞ্জি পার্কে স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়তে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা। গঙ্গা নদীর পার কেটে অবাধে মাটি পাচার – পুলিশ-প্রশাসন অদ্ভুতভাবে চুপ। মহকুমার সর্বত্র খরা ও বিদ্যুৎ বিপর্যয়। জল কষ্টে জর্জরিত পুর এলাকার সিংহভাগ মানুষ। জঙ্গিপুর সংবাদকে কোন খবর নয় – প্রণবের আপ্তসহায়ক। রঘুনাথগঞ্জের ভাগীরথীর তীরে এডুকেশন হাব গড়ার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক তদন্ত হয়ে গেল। ফরাক্কার ৬টি উদ্বাস্তু কলোনীর প্রায় বিশ হাজার মানুষ ৩৩ বছর পর ভারতীয় নাগরিকত্ব পেল। কংগ্রেস উপ-প্রধানের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণের একজন হত। বাসে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে জখম ১৬। অধীর ক্যারিসমাকে নস্যাৎ করে জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুরসভায় আবার বামফ্রন্টের দখলে। তৃণমূলের বিরোধীতায় পুরসভা আবার বোর্ড পেলো না কংগ্রেস। প্রণববাবুর জঙ্গিপুর ভবন উঠে গেল। মৃগাঙ্ক বিদায় – জঙ্গিপুরে বামফ্রন্টের পুরবোর্ডে চেয়ারম্যান মোজাহারুল। পরিবেশ দূষণের দায়ে পলিউশন কনট্রোল বোর্ড জঙ্গিপুর হাসপাতালকে দু'লক্ষ টাকা জরিমানা করলো। জঙ্গিপুরে কংগ্রেসী চক্রের প্রভাবে শহরের বাইরে খোলা হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাঙ্ক – অভিযোগ। জেলা শাসকের দপ্তরের এক চিঠির চার জায়গায় মুর্শিদাবাদ – এর পরিবর্তে মুসলিমাবাদ। বিদ্যুৎ দপ্তরের সিকিউরিটি বিল নিয়ে চারিদিকে ক্ষোভ। দেশের নিরাপত্তাকে নস্যাৎ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় দেয়া হচ্ছে ভূয়া জন্ম সার্টিফিকেট। বিপিএল তালিকার গৃহহীণদের ৪০০ বাড়ীর মধ্যে ৩০০ অন্যদের দখলে। প্রণব মুখার্জীর বাড়ী তৈরী হচ্ছে প্রায় চার বিঘা জায়গা নিয়ে শহর ছাড়িয়ে। সহ-প্রধান শিক্ষকের বিদায় সভায় এক শিক্ষকের অসভ্যতা। অপারেশন থিয়েটারে লুকিয়ে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচলেন ডাক্তার। অসুস্থ শিশুকে মারা গেছে বলে মন্তব্য করলেন ডাক্তার। রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানের কালী মন্দিরের পুরোহিত পলাতক। জঙ্গিপুরে কংগ্রেস এখন কয়েকজনের পৈতৃক সম্পত্তি – তাই তিতিবিরক্ত অনেকে তৃণমূলে পা বাড়াচ্ছে। বিতর্কিত কবিতা পাঠ করে শিক্ষক প্রাণনাশের হুমকি খাচ্ছেন। বাংলাদেশের বহু পাচারকারী এখন ধুলিয়ানের ব্যবসাদার ও কাউন্সিলারদের আশ্রয়ে। রঘুনাথগঞ্জ থানার এ.এস.আই বিপ্লব কর্মকার কি ধ্রব ব্যানার্জী হতে চাইছেন ? পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে সিপিএম নেতারা গিরিয়া পঞ্চায়েত দপ্তরে গতি আনলেন। ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি থানার মধ্যে শাসন চালাচ্ছে। মহাশ্মশানে বিধর্মীদের জুলুমবাজি – পবিত্রতা রক্ষায় বিশেষ তৎপরতা প্রয়োজন। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের দুর্ভিক্ষে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু। প্রণববাবুর আর্শীবাদ ধন্য হওয়াটাই এখন কংগ্রেসীদের মূল লক্ষ্য। জঙ্গিপুর পুরসভার লজ্জা – রঘুনাথগঞ্জ শহরে সবজি বা মাছ-মাংসের কোন স্থায়ী বাজার নেই। অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের গণ ধোলাই-এ এক শিক্ষক হাসপাতালে। প্রিন্সিপ্যালের অপদার্থতায় জঙ্গিপুর কলেজে পাস কোর্সের রেজাল্ট তলানিতে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জঙ্গিপুর কলেজে একটাও আসন পেল না ছাত্রপরিষদ। স্কুল ড্রেসে ছাত্রীদের বেপরোয়া মেলামেশা চললেও কর্তৃপক্ষ নীরব। পুষ্প প্রদর্শণীকে সামনে রেখে সেখানে চলছে অর্ধনগ্ন উদ্দাম নৃত্য।

বিগত বৎসরের এই সব কথা স্মরণ করিয়া আমরা নূতন বৎসরকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করি – আমাদের ভাগ্য তোমার শুভ করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দূর হউক দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। আসুক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দূর হউক এই দেশ হইতে ধর্মান্ধতার কালিমা। জাতপাত বর্ণ সম্বন্ধীয় ছুৎমার্গ। মানুষের মনে জাগ্রত হউক শুভবোধ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। আমরা যেন উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারি সেই পরম পবিত্র চিন্তাধারায় –

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

।। ফিরে দেখা ।।

ফিরে দেখা বছরের সালতামামি আমরা পুরনো বছরের শেষ দিনটিতে জেনে ফেলেছি। তাই আমার সালতামামিতে থাকছে না আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা। থাকছে না শেয়ার বাজারের ধ্বসের কথা। থাকছে না জঙ্গলমহলের কথা। অথবা রক্তাক্ত শবদেহের ইতিবৃত্ত। এসব তো আমরা প্রতিদিনই দেখছি।

ইংরেজী নববর্ষের সূচনায় হাড় হিমকরা শীত। ভোরের কুয়াশার চাদর সরিয়ে বিলম্বিত সূর্য। এখানের সবুজ দ্বীপের গাছগাছালিতে শীতের হাওয়ার নাচন। উত্তুরে হাওয়ার শাসন। তালে তালে খসে পড়ছে পাতা। প্রকৃতির বুকে সাজ খসাবার লীলা। বনের কোলে শিউলিফুল ভয়ে মলিন। কারণ 'এল যে শীতের বেলা বরষ পরে।' মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (শেষ পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধানের চিঠির প্রেক্ষিতে

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ এর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ জঙ্গিপুর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ইন্দ্রাণী ঘোষের চিঠির প্রেক্ষিতে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে বর্তমানে এই কলেজে নর্মাল ক্লাসই ঠিকভাবে হয় না, অথচ ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ বাস্তবকে ঢাকতে টিউটোরিয়াল ক্লাসের গল্প ফেঁদেছেন। জগদানন্দ দত্ত বা ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের আমলে টিউটোরিয়াল ক্লাসের জন্য পৃথক রেজিষ্টার ছিল, সেইভাবে ক্লাসও হ'ত। বর্তমান প্রিন্সিপ্যালের আমলে এসবের কোন বালাই নেই। এছাড়া ডঃ ইন্দ্রাণী মাঝে মধ্যেই দেড়/দু'মাস ছুটি নিয়ে কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। এসব কি তাঁর ছাত্র দরদের নিদর্শন ?

মতি সেখ, রঘুনাথগঞ্জ

স্মরণে

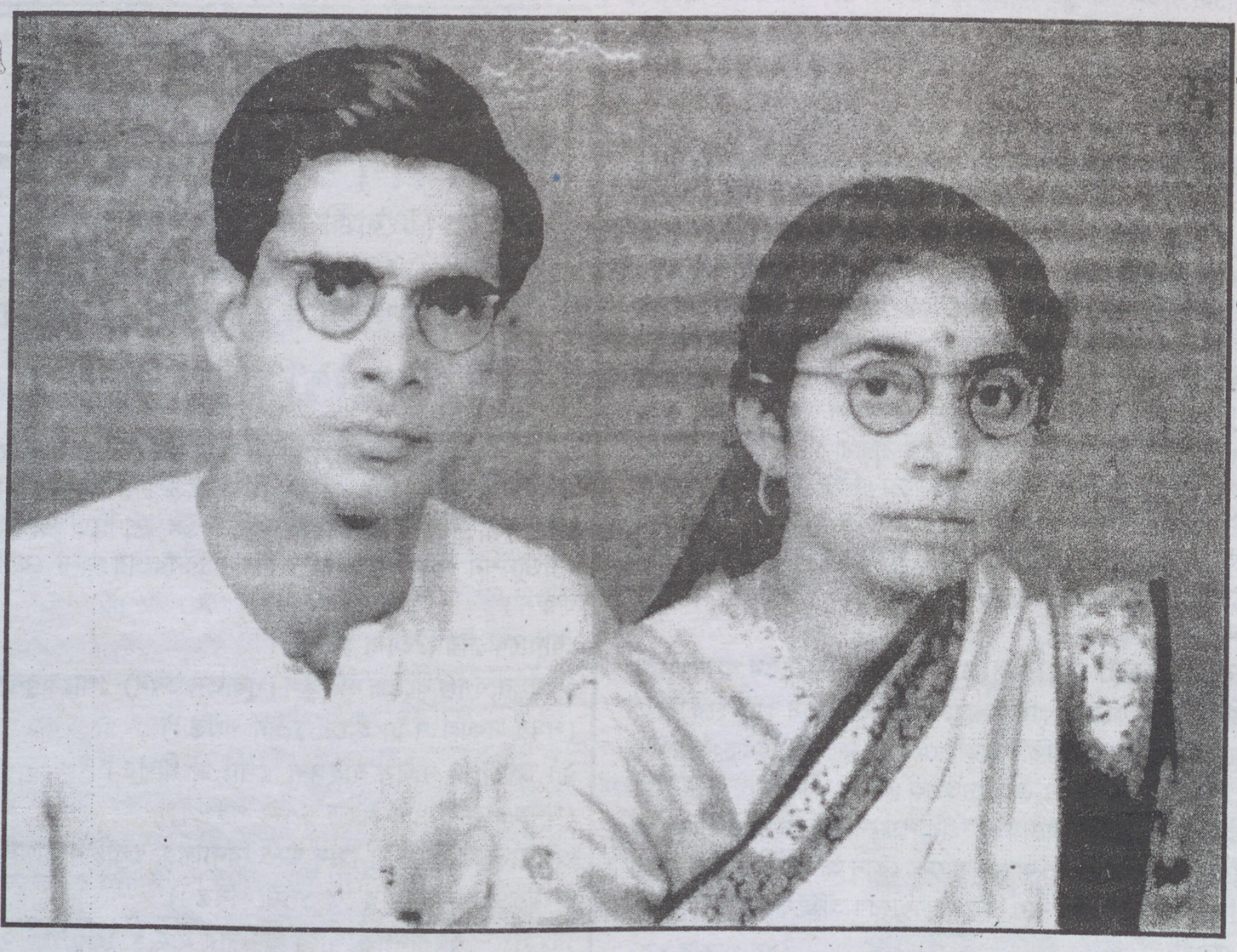

দেবীরতন নাথ

জন্ম : ২৭ /৬ / ১৯২৮

মৃত্যু : ৭ / ১ / ২০০৯

সবিতা নাথ (গীতা)

জন্ম : ২৯ / ৪ / ১৯৩৫

মৃত্যু : ৩০ / ৯ / ১৯৯৭

তোমাদের চরণ-পানে
নয়ন করি নত

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার-র

পরিবার ও কর্মীবৃন্দ

হরিদাসনগর কোর্ট মোড় ❖ রঘুনাথগঞ্জ ❖ মুর্শিদাবাদ

ফোন-২৬৬৩৪৫(০৩৪৮৩)

মো-৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৪৭৫৯৪৮৬৮৬

শীতলতম দিন প্রতিদিন

(১ম পাতার পর)

তাতেও তাদের ক্ষান্তি ছিল না। সঙ্গে ডেকে এনেছিল উত্তুরে হাওয়াকে। হাওয়াও এসেছিল সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, শুরু করেছিল দাপ্ দাপানি। গর্জ্জনোন্মত্ত ছিল সে। তুষার বৃষ্টিকেও তারা ডাক পাঠিয়েছিল। বাগানের পাতাগুলো কেমন যেন নিঃসার, ফুলের কুঁড়িরা পাঁপড়ির মাঝে লুকিয়ে ফেলেছিল তাদের কচি মুখগুলো। বাগান জুড়ে কী দাপাদাপি। এতো গল্পের কথা। তা হলে হবে কী ? শীতের এবং তার সাথীদের চেহারা তো এই রকমই। সত্যিটাকে গল্পের বুনোনিতে শুধু তুলে ধরেছেন তিনি। এখন কিন্তু আর গল্প কথা নয়, একেবারে নির্জলা সত্যি। হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া, ঠক্কর খাওয়া সত্যি। সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে চলেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্রতিদিন যেন শীতলতম দিন। তাপমাত্রা নেমেছে ৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। উত্তর ভারত কাঁপিয়ে শীত নেমেছে পূর্ব ভারতে। পশ্চিম বাংলার সব জেলাতে তার জোরকদম দখলদারি। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে কলকাতার মনুমেন্ট, শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙ্গার মাঠ থেকে জঙ্গিপুরের সুভাষ দ্বীপ জুড়ে শীতের হাওয়ার হাড় কাঁপানো শিরশিরানি নাচন। দাঁতে দাঁত লাগছে, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি। মুখব্যাদানে অব্যয়ের উহু, হিঃ হিঃ। ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা ! এ যেন বাইটিং কোল্ড। হাড়ে মাসে কামড়। আবহবিদরা বলছেন – শীত আরো নাকি বাড়বে। কী আশ্চর্য, তাহলে রোগা পটকা বুড়োগুলোর কী দশা হবে – কে জানে ? অন্যরাও শীত জর্জর, জবু থবু। কুকুর বেড়ালেরাও একটু উষ্ণতার খোঁজে সারা রাত ধরে চিৎকার করছে। সন্ধ্যার দীপ শিখা জ্বলতে না জ্বলতে আকাশ জুড়ে কুয়াশায় ছড়ানো চাদর। তার সাথে বাতাসের পদধ্বনি। দূর থেকে ভাগীরথী সেতু কিংবা সুভাষ দ্বীপের দিকে চোখ মেললে কেমন যেন অস্পষ্টতা। নদীর জলে এবং কুয়াশায় গলাগলি, টুপ্‌টাপ হিম ঝরে পড়ছে সারারাত। দৈত্যের বাগানে শীত নেমেছিল দুষ্টু দৈত্যের স্বার্থপরতার জন্যে। কিন্তু সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে শীতের এই দাপানি তা কিসের জন্য ? নাকি অতি বৃষ্টি ? না, অন্য কিছু ? আবহাওয়া কর্তারা নাকি এর সহজ সমীকরণ দিতে পারছেন না। চলছে শৈত্য প্রবাহ। জানু ভানু শীতের পরিত্রাণ। ভানুরও মাঝে মধ্যে দেখা মেলা ভার।

চলমান দুর্নীতিতে এবার ধুলিয়ান পুরসভায়

(১ম পাতার পর)

তিনি নাকি বলেন, কংগ্রেস কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডে কোন কাজ হবে কি না তা ভাবতে হবে। এর মধ্যে তিনি একটি টেণ্ডারও করেন। টেণ্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিপিএম পার্টির এক নেতাকে। তিনি কাজ ভাগ করে দেন নিজস্ব আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের। টেণ্ডার পত্র দেওয়া হয় নেতার সিনেমা হল থেকে। এমন ঠিকাদারও আছেন যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই শুধু মাত্র টাকার বিনিময়ে কাজ পান বলে কিছু ঠিকাদারের অভিযোগ।

ফিরে দেখা

(২য় পাতার পর)

কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যায় ঃ

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈলতূলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
কর যে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।।'

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথকে

'হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন।।
যাহা কিছু ম্লান বিরসজীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষন্ন - হও প্রসন্ন।'

এই সন্ন্যাসীর ভয়ানক দাপট। জরায়ু বিদীর্ণ করে শোণিত রেখার মত শীতের তীব্র হিমেল বাতাস। এক টুকরো রোদের আশায় শীতবস্ত্রহীন মানুষেরা রাস্তায়। সূর্যের উত্তাপে নিজেকে তাতানো। তাই ভালো লাগে যখন মাটির আঁচলে 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে'। বন্ধ্যা নারীর মত শীতের ধান কেটে নেওয়া মাঠ। এই মাঠে নেমে আসে ঝুপ ঝুপ শব্দ করে কত নাম না জানা শীতের পাখি। খেজুর গাছে ঝোলানো মাটির হাঁড়ি। সেখানে নিঃশব্দে জমা হয় গাছের যন্ত্রণার মধুর রস। স্তন্যদাত্রী মা যেমন শিশু তার স্তনে দংশন করলেও স্তন্য দান থেকে বিরত হননা ঠিক তেমনি। এভাবেই শুরু হল নতুন বছর। জন্ম নেবে নতুন নতুন প্রাণ। নতুন নতুন সৃষ্টি। নতুন নতুন কর্মযজ্ঞ। সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পথ চলা হোক্ শুরু। অশুভ-অন্যায় এগুলিকে পদদলিত করে নতুন বছরের রথের রশিতে পড়ুক টান। মানুষ যেন মানুষের জন্যই হয়। – মণি সেন

বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস) রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

তরুণ কবি
মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

বিজ্ঞপ্তি
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন
(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)
ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১
শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা
স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০১১ – ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হতে চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ –
১) রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)
২) জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল, পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)
৩) বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বাড়ালা
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)
বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ – ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।
এস.এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র ও এস. রায়
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।